১ মে ২০১৭

# মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ এপ্রিল ২০১৭

## বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
## নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ
## গুম
## গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা
## রাজনৈতিক সহিংসতা
## বিরোধী দলের নেতাদের সর্ম্পকে পুলিশের বিশেষ শাখার তথ্য সংগ্রহ
## নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার
## সভা-সমাবেশে বাধা
## মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
## শ্রমিকদের অধিকার
## চরমপন্থা ও মানবাধিকার
## বাংলাদেশ-ভারত সর্ম্পক
## নারীর প্রতি সহিংসতা
## মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

*অধিকার* মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে

সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

| ১-৩০ এপ্রিল ২০১৭* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন | | | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মোট |
| বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড | ক্রসফায়ার | | ১৫ | ১৭ | ১৯ | ৮ | ৫৯ |
| | গুলিতে নিহত | | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| | নির্যাতনে মৃত্যু | | ০ | ০ | ১ | ১ | ২ |
| | পিটিয়ে হত্যা | | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| | মোট | | ১৬ | ১৭ | ২০ | ১০ | ৬৩ |
| গুম | | | ৬ | ১ | ২১ | ২ | ৩০ |
| বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন | বাংলাদেশী নিহত | | ২ | ২ | ০ | ২ | ৬ |
| | বাংলাদেশী আহত | | ৩ | ৯ | ৩ | ১ | ১৬ |
| | বাংলাদেশী অপহৃত | | ৫ | ১ | ১ | ৩ | ১০ |
| | মোট | | ১০ | ১২ | ৪ | ৬ | ৩২ |
| সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ | নিহত | | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| | আহত | | ২ | ৩ | ০ | ২ | ৭ |
| | লাঞ্ছিত | | ০ | ১ | ০ | ১ | ২ |
| | হুমকির সম্মুখীন | | ০ | ৪ | ৩ | ০ | ৭ |
| | মোট | | ২ | ৯ | ৩ | ৩ | ১৭ |
| রাজনৈতিক সহিংসতা | নিহত | | ৫ | ৭ | ৬ | ১২ | ৩০ |
| | আহত | | ২১৭ | ৩২৫ | ৪২৮ | ৫৯৫ | ১৫৬৫ |
| | মোট | | ২২২ | ৩৩২ | ৪৩৪ | ৬০৭ | ১৫৯৫ |
| নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা | | | ১৭ | ১৪ | ২০ | ২৬ | ৭৭ |
| ধর্ষণ | | | ৪৪ | ৫০ | ৬৭ | ৪৯ | ২১০ |
| যৌন হয়রানির শিকার | | | ১৪ | ২২ | ৩৫ | ২২ | ৯৩ |
| এসিড সহিংসতা | | | ৩ | ৭ | ৪ | ৫ | ১৯ |
| গণপিটুনীতে মৃত্যু | | | ১ | ৩ | ৮ | ৫ | ১৭ |
| শ্রমিকদের পরিস্থিতি | তৈরি পোশাক শিল্প | নিহত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | | আহত | ০ | ২০ | ২১ | ৭০ | ১১১ |
| | | ছাঁটাই | ১০৩৪ | ১৭৩৩ | ৪৩ | ০ | ২৮১০ |
| | অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক | নিহত | ৩ | ২ | ১১ | ১৭ | ৩৩ |
| | | আহত | ৭ | ৮ | ১৬ | ২৩ | ৫৪ |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার | | | ০ | ৫ | ১ | ৪ | ১০ |

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

## বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।[১]

২. *অধিকার* এর তথ্য মতে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ১০ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩. যশোর জেলায় পুলিশ রাজিব (৩৫) নামে এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেয়ে গুলি করে হত্যা করেছে বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। রাজিবের মামা মহসিন মণ্ডল বলেন, গত ৫ এপ্রিল বিকেলে সাদা পোশাকের একদল পুলিশ বাড়ি থেকে রাজিবকে তুলে নিয়ে যায়। পরে পুলিশ জানায়, হাতকড়া খুলে রাজিব পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর অনেক খোঁজখবর করেও কোথাও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে খবর পাওয়া যায় যে হাসপাতালের মর্গে তাঁর লাশ পড়ে আছে। যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আজমল হুদা বলেন, গত ৫ এপ্রিল কোতোয়ালি থানার এসআই জামিল ও মোখলেছের নেতৃত্বে সাদাপোশাকে অভিযান চালিয়ে রাজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থানায় নিয়ে আসার পথে কৌশলে হাতকড়া খুলে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যায় রাজিব। ৬ এপ্রিল ভোর রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় শহরের খোলাডাঙ্গা এলাকায় দুর্বৃত্তদের দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে খবর পেয়ে টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুর্বৃত্তরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে তখন পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। পরে দুর্বৃত্তরা চলে গেলে মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাজিবকে উদ্ধার করা হয় এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আজমল হুদা আরো বলেন, সারাদেশে যেমন বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে। এটাও একই ধরনের ঘটনা। এর বেশী কিছু বলে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাইনা।[২]

৪. দেশের সবোর্চ্চ আদালত সাদা পোশাকে গ্রেফতার অভিযান না চালানোর জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হচ্ছে না। উল্লেখ্য ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল হাইকোর্টের এক রায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যে, আটকাদেশ দেয়ার জন্য পুলিশ কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবে না এবং কাউকে গ্রেফতার করার সময় পুলিশ তার পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া গ্রেফতারের তিন ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে এর কারণ জানাতে হবে এবং বাসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে গ্রেফতার করা হলে ঐ ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে এক ঘন্টার মধ্যেই টেলিফোন বা বিশেষ বার্তাবাহক মারফত বিষয়টি জানাতে হবে। ২০১৬ সালের ২৪ মে হাইকোর্টের দেয়া এই নির্দেশনার রায় বহাল রাখেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার বিচারপতির বেঞ্চ।[৩]

---

[১] 'ক্রসফায়ারের' নামে র‍্যাব আসলে কি করছে, সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রচার করেছে সুইডিশ রেডিও। ওই প্রতিবেদনে এক ব্যক্তিকে বাংলা ভাষায় হত্যা ও নির্যাতনের বিবরন দিতে শোনা যায়। রেডিওটি বলছে, বিবরণ দেওয়া এই ব্যক্তি র‍্যাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তার অজান্তে অডিওটি রেকর্ড করা হয়েছিল। র‍্যাবের কর্মকর্তা পরিচয় দেয়া ওই ব্যক্তি বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের নির্দেশনা হলো, 'যদি ধরতে পারো-সে যেখানেই থাকুক, তাকে গুলি করে মারবে, তারপর পাশে একটি অস্ত্র রেখে দেবে'। এখানে আরো বলা হয় যে, সাধারণত যাঁরা সন্দেহভাজন অপরাধী, যাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার করা সম্ভব না বা যাঁদের পুনর্বাসন অসম্ভব, তাঁদেরই তুলে এনে 'ক্রসফায়ার' করা হয়। এই তালিকায় দুর্বৃত্তদের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও থাকে কখনো কখনো। তিনি বলেন, ঘুষের টাকা দিয়ে তাঁরা অস্ত্র কেনেন এবং যাঁদের হত্যা করা হয়, তাদের মৃতদেহের পাশে সেই অস্ত্রটি ফেলে আসেন। এতে করে এমন একটা ধারণা দেয়া হয় যে তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুড়ছেন। র‍্যাবের কর্মকর্তা পরিচয় দেয়া ওই কর্মকর্তা বলেন, হত্যাকাণ্ডের কোনো চিহ্ন যেন না থাকে সেই বিষয়ে তাঁরা খুব তৎপর থাকেন। পরিচয়পত্র যেন পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখেন। এ ছাড়া হাতে দস্তানা ও জুতা ঢেকে নেয়া হয়, যেন ঘটনাস্থলে পায়ের ছাপ না পড়ে। https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6665807, যুগান্তর ২৫ মে ২০১৬/ www.jugantor.com/online/national/2017/04/05/43964/

[২] তিন যুবককে তুলে নিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা/ প্রথমআলো ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-09/20

[৩] বিনা ওয়ারেন্ট ও সাদা পোশাকে গ্রেফতার করা যাবে না/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৫ মে ২০১৬/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2016/05/25/146791

## মৃত্যুর ধরনঃ

*ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ*

৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৮ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৭ জন পুলিশের হাতে এবং ১ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন।

*নির্যাতনে মৃত্যুঃ*

৬. এই সময় ১ ব্যক্তি সেনাবহিনীর নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

*পিটিয়ে হত্যাঃ*

৭. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের পিটুনিতে নিহত হয়েছেন।

*নিহতদের পরিচয় ঃ*

৮. নিহত ১০ জনের মধ্যে ১ জন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নানিয়ারচর শাখার সাধারণ সম্পাদক, ২ জন মামলার আসামী, ২ জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি এবং ৫ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

## আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ

৯. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হয়রানি, চাঁদা আদায় এবং হামলা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা আইনের উর্ধ্বে। দীর্ঘদিন নির্যাতনের বিরুদ্ধে চালানো প্রচারভিযানের ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি ।

১০. শরিফুল ইসলাম নামে একজন লেগুনা চালককে গ্রেফতার করে তাঁর ওপর নির্যাতন করার এবং মাদক মামলায় তাঁকে ফাঁসিয়ে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শরিফুল ইসলামের বোন নাদিরা আক্তার জানান, গত ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁর ভাই শরিফুল ইসলাম লেগুনা গাড়িতে যাত্রী নিয়ে চিটাগাং রোড থেকে মোগড়াপাড়া চৌরাস্তায় যাচ্ছিলেন। এই সময় কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ওসি শেখ শরিফুল আলম তাঁকে গাড়ি থামানোর জন্য সিগন্যাল দেয়। হঠাৎ করে সিগন্যাল দেয়ায় তাঁর গাড়ি থামাতে একটু দেরী হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওসি শরিফুল আলম তাঁর ভাইকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পিটিয়ে আহত করে কাঁচপুর ফাঁড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে পাঁচ ঘন্টার মতো হাত-পা বেঁধে রেখে তাঁর ওপর কয়েক দফা নির্যাতন করে। এতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে পুনরায় ফাঁড়িতে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। পরে ২০০ পিস 'ইয়াবা' তাঁর পকেটে ঢুকিয়ে সোনারগাঁ থানা পুলিশের কাছে তাঁকে সোপার্দ করা হয়। সোনারগাঁ থানা হাজতে শরিফুলের অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে তখন সোনারগাঁ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[৪]

[৪] যুগান্তর ৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/04/08/index.php/ http://ejugantor.com/2017/04/08/16/details/16_r2_c5.jpg

*কাঁচপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের নির্যাতনে আহত লেগুনা চালক শরিফুল ইসলাম, ছবিঃ যুগান্তর, ৮ এপ্রিল ২০১৭*

১১. কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার এসআই জাহিদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আবদুল্লা আল মামুনকে ধরে থানা হাজতে নিয়ে গুলি করার হুমকি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে এস আই জাহিদ মামুনকে ভ্রাম্যমান আদালতের সামনে হাজির করলে আদালত তাঁকে জরিমানা করে। আবদুল্লা আল মামুন বলেন, গত ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি তাঁদের বাড়ির পাশে একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে সাতটায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসে তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চায়। তিনি পরিচয় দেয়ার পর তাঁকে পুলিশ সদস্যরা হাতকড়া পরিয়ে দৌলতপুর থানায় নিয়ে যায়। রাতে তাঁকে থানা হাজতে আটক রাখা হয়। রাত আনুমানিক আড়াইটায় এস আই জাহিদ হাজতে ঢুকে বলেন, "মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিন। ওপরের নির্দেশ আছে, আপনাকে গুলি করা হবে"। ৭ এপ্রিল পুলিশ মামুনকে মাদক সেবনের অভিযোগে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের সামনে হাজির করলে আদালত তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেয়।[৫]

১২. গত ১৮ এপ্রিল কক্সবাজার প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে জীবন আরা নামে একজন নারী উদ্যোক্তা তাঁকে রিমান্ডে এনে দাবিকৃত ৩০ লক্ষ টাকা না দেয়ার কারণে কক্সবাজার থানার এস আই মানস বড়ুয়ার বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন। জীবন আরা জানান, ঢাকার সীমা আক্তার নামে একজন নারীর সঙ্গে তাঁর টাকার লেনদেন নিয়ে ঝামেলা ছিল। সীমা আক্তারের সঙ্গে যৌথভাবে ঢাকায় একটি বিউটি পার্লার খোলার জন্য তাঁকে ২৩ লক্ষ টাকা দেন তিনি। সেই টাকা সীমা আক্তার বিউটি পার্লার খোলার কাজে ব্যবহার না করে বাড়ি নির্মানের কাজে ব্যবহার করেন। পরে তাঁর ২৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে সীমা তাঁর ব্যবহৃত প্রাইভেট কারটি জীবন আরার কাছে বন্ধক রাখেন। কথা ছিল টাকা পরিশোধ করে সীমা তাঁর গাড়ি নিয়ে যাবেন। কিন্তু সীমা তা না করে ১০ লাখ টাকায় কক্সবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে চুক্তি করে জীবন আরাকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা করেন। এরপর গত ২ মার্চ মধ্যরাতে পুলিশ জীবন আরার বাড়িতে ঢুকে বাড়ি তল্লাশীর নামে তাঁর চোখ বেঁধে তাঁকে ঘরের কোনায় বসিয়ে রাখে। এরপর একজন পুলিশ সদস্য বলে উঠে, "স্যার ইয়াবা পাওয়া গেছে"। বাড়িতে ইয়াবা পাওয়ার কথা বলে রাতেই তাঁর স্বামী আলী আহমদ সওদাগর ও তাঁকে থানায় এনে হাজতে আটকে রাখা হয়। তাঁদের আটক করার সময় পুলিশ তাঁদের

[৫] প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1140291/

বাসা থেকে ব্যাংকের চেকবই, স্বর্ণালঙ্কার ও একটি প্রাইভেট কার নিয়ে যায়। কিন্তু জব্দ তালিকায় গাড়ি জব্দের বিষয়টি উল্লেখ করেনি। এরপর স্বামী স্ত্রী দুজনকে তিন দিন থানা হাজতে আটক রেখে মাদক মামলায় জীবন আরাকে ১ নম্বর আসামী করা হয়। কারাগারে নেয়ার ১০ দিন পর জীবন আরাকে গত ১৩ মার্চ রিমান্ডে এনে এস আই মানস বড়ুয়া প্রথমে তাঁর স্বজনদের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই টাকা দিতে রাজী না হওয়ায় এসআই মানস বড়ুয়া জীবন আরার স্তন এবং যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন চালায়। এতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখতে পান তাঁর শরীরের কয়েক জায়গায় ফোসকা পড়ে গেছে। এই অবস্থায়ই তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। বিনা চিকিৎসায় থাকায় বৈদ্যুতিক শকের ক্ষতস্থান থেকে পচা গন্ধ বের হলে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়।[৬]

*কক্সবাজার প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশী নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছেন জীবন আরা, ছবিঃ যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০১৭*

১৩. পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে সেনা সদস্যদের নির্যাতনে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৫ এপ্রিল ২০১৭ নানিয়ারচর ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি নানিয়ারচর শাখার সাধারণ সম্পাদক রোমেল চাকমাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। এরপর ১৯ এপ্রিল রোমেল চাকমা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।[৭]

রোমেল চাকমা, ছবিঃ ডেইলি স্টার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

[৬] যুগান্তর ১৯ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/19/118433/

[৭] Death of Romel Chakma unacceptable /দৈনিক নিউএজ, ২৪/০৪/২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14139/death-of-romel-chakma-unacceptable

## গুম

১৪. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটককৃত ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ অথবা আদালতে হাজির করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানী এলাকা থেকে বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী ও তাঁর গাড়িচালক আনসার আলীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে গুম করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। একইভাবে বহু রাজনৈতিক কর্মী গুম হয়েছেন, যাঁদের এখনও কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। ভিকটিমদের পরিবারগুলো তাঁদের স্বজনদের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

১৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ২ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং বাকি ১ জনের এখনও পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৬. নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার হাতিয়ান্দহ বাজার থেকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ী ও দিঘল গ্রামের আহলে হাদিস জামে মসজিদের ইমাম আনিসুর রহমান (৩৬) কে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আনিসুর রহমানের স্ত্রী শামীমা খাতুন জানান, গত ৩ এপ্রিল বিকেলে তাঁর স্বামী আনিসুর রহমান তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে ছিলেন। এই সময় খদ্দের হিসেবে দুই ব্যক্তি দোকানে আসে। কিছুক্ষণ পর একটি মাইক্রোবাসে করে সাদা পোশাকের পাঁচজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি এসে নিজেদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। খদ্দের হিসেবে আসা দুই ব্যক্তিও সেই সময় মাইক্রোবাসে উঠে তাদের সঙ্গে চলে যায়। দোকানের কর্মচারীরা জানান, ঐ ব্যক্তিদের গায়ে জ্যাকেট এবং হাতে অস্ত্র ছিল। এই খবর পেয়ে আনিসুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা সিংড়া থানা, জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও সিআইডি কার্যালয় এবং নাটোরের র‍্যাব ক্যাম্পে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তারা সবাই আনিসুর রহমানের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। গত ৬ এপ্রিল আনিসুর রহমানের স্ত্রী শামীমা খাতুন সিংড়া থানায় এই ব্যাপারে একটি জিডি করেন। গত ৯ এপ্রিল পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট তাঁকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায়।[৮]

## গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

১৭. ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ৫ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

১৮. মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

[৮] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জ জেলার মানবাদিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / নাটোরে ইমামকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ/ প্রথম আলো ৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-08/3 ; যুগান্তর ৮ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/the-northern-town/2017/04/08/116087/

## রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১২ জন নিহত ও ৫৯৫ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৭ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৮ জন নিহত হয়েছেন এবং ৪১৫ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২০. সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও এর সমর্থিত ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ এর নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করছে এবং সাধারণ মানুষও তাদের হামলা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। শিক্ষকরা পর্যন্ত তাদের হামলার শিকার হচ্ছেন। এছাড়া নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ছে তারা। বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় নেতা-কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

২১. রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলার কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির তালিকা রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ সরদারকে না জানিয়ে করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে গত ৫ এপ্রিল তাঁর লোকজন নিয়ে স্কুলে হামলা চালান এবং প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেনকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসে লাঠি ও হাতুরি দিয়ে পেটান। এই সময় স্কুলের অফিস কক্ষও ভাঙচুর করা হয়। প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেনকে পেটানোর সময় বাধা দিলে সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল গফুরের ছেলে রবিউল ইসলামকে পিটিয়ে আহত করা হয়। আহতদের দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।[৯]

*রাজশাহীর দুর্গাপুরে প্রধান শিক্ষকসহ তিন জনকে পিটিয়ে আহত করেন আওয়ামী লীগ নেতা। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ৫ এপ্রিল ২০১৭*

২২. নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওলিউল্যা মিয়া গ্রুপের সমর্থক যুবলীগ কর্মী নূর আলম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন বলেন, ৩০ মার্চ তাঁর ভাই কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য আশরাফ উদ্দিন আহমেদকে সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলীর সমর্থকরা গুলি করে গুরুতর আহত করলে তিনি গত ৯ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় মারা যান। এরপর গত ১৩ এপ্রিল গোয়ালিয়া গ্রামে ওলিউল্যার সমর্থক মনির মেম্বারের বাড়িতে মোহাম্মদ আলীর সমর্থক আবু তাহের ও মুরাদ মেম্বারের নেতৃত্বে হামলা চালানো

[৯] যুগান্তর ৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/06/115413/

হয়। এতে ঘটনাস্থলে যুবলীগ কর্মী নূর আলম মারা যান। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ কর্মী মোক্তার হোসেন, মনির উদ্দিন ও সেলিম গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাতিয়ার বর্তমান এমপি আয়েশা ফেরদৌস এর স্বামী সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী দাবি করেছেন, ওলিউল্যা মিয়ার সমর্থকরা তাঁর সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা চালাতে যায়। তিনি খবর পেয়ে ডিবি ও থানা পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে অনুরোধ করেন। সেখানে সংঘর্ষের সময় তাঁর সমর্থক বাহার সর্দারকে কুপিয়ে নদীতে ফেলে দেয়া হয়।[১০] গত ১৬ এপ্রিল বাহার সর্দারের লাশ মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।[১১]

## বিরোধীদলের নেতাদের সর্ম্পকে পুলিশের বিশেষ শাখার তথ্য সংগ্রহ

২৩. বিরোধীদল বিএনপি'র নেতাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করছে সরকার। সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে তথ্য চেয়ে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) অফিসিয়াল চিঠি পাঠিয়েছে। তিন পৃষ্ঠার ফরমে ৩২টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হয়েছে। সূত্র থেকে জানা গেছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে প্রায় দুই মাস আগে এসবির পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ঢাকাতে বসবাসরত বিএনপির প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতাদের তালিকা করে তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩৭ জন বিএনপি নেতার তথ্য চাওয়া হয়েছে।[১২] উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার, পায়ে গুলি, গুম, হত্যা, নির্যাতন, সভা-সমাবেশে বাধা প্রদানসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

## নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার

২৪. সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে বর্তমান নির্বাচন কমিশন সর্ম্পকে জনগণের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় ভালো হলেও খুব আদর্শ নির্বাচন যে হয়নি তা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাল ভোট, প্রকাশ্যে সিল, কেন্দ্র দখল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়ার অভিযোগ থেকেই পরিষ্কার হয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে গত ৬ মার্চ সারাদেশে ১৪টি উপজেলা পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) ও ৪টি পৌরসভার নির্বাচনের অধিকাংশই বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বেশীর ভাগ ভোট কেন্দ্র ছিল ভোটার শূন্য এবং এই নির্বাচনে নজিরবিহীনভাবে ভোটার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া বেশ কিছু কেন্দ্রে জাল ভোট, প্রকাশ্যে সিল, কেন্দ্র দখল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কথা বারবার বলা হলেও নির্বাচনে দখল সংস্কৃতি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্তের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে বর্তমান সরকার। এখানে জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, তাঁদের ভোটের অধিকারই শুধু কেড়ে নেয়া হয়নি; তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বরখাস্ত করার নজির তৈরি করা হয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে ৩৮১ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের তালিকায় গাজীপুর, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের

[১০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।
[১১] নিখোঁজের তিন দিন পর মেঘনা থেকে আরেকজনের লাশ উদ্ধার/প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-17/4
[১২] যুগান্তর ১৯ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/04/19/118423/

মেয়ররা রয়েছেন। এরমধ্যে সিলেট ও রাজশাহীর মেয়রকে দ্বিতীয় দফা বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকৃত জনপ্রতিনিধিদের অধিকংশই বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।[১৩]

## *পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন*

২৫. গত ১৬ এপ্রিল সারাদেশে ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও প্রকাশ্যে সিল, সংঘর্ষ, বিরোধী প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়া ও নির্বাচন বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৬. পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার নবগঠিত চরবোরহান ইউনিয়নের নির্বাচনের আগের দিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ নজির আহমেদ সরদারের পক্ষে পাশের গলাচিপা উপজেলার চর কাজল ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুবেল মোল্লার নেতৃত্বে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ও অন্যান্য চেয়ারম্যান প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রুবেল মোল্লার সমর্থকদের ভয়ে কেউ বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে এজেন্ট হতে সাহস পাননি। মামলা ও হামলার কারণে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আবু বক্কর সিদ্দিকী নির্বাচনের আগের দিন থেকেই পালিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়।[১৪] ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দরিয়াদৌলত ইউনিয়নের মরিচাকান্দি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৮:০০ টায় দুই সদস্য প্রার্থী জালালউদ্দিন ও মুন্সী মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাঁধে। এই ঘটনায় ফারুক মিয়া নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[১৫] লক্ষীপুর সদর ও রামগঞ্জ উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নের ১১টি কেন্দ্রে সকাল ৮:০০ টায় ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা জাল ভোট দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। লামচর ইউনিয়নের মজুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নারীদের ভোট দেয়ার জন্য লাইন একই জায়গায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই সময় বুথের ভেতরে পাশের ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান কামাল হোসেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্ট মহিলা ভোটারদের হাত থেকে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে নৌকা প্রতীকে সিল মারতে থাকেন।[১৬] লামচর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফেরদৌসী সুলতানা সকাল ৯:০০ টায় লামচর ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়ে বের হলে তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এই ঘটনার পর তিনি আর অন্য কোনো কেন্দ্রে যাননি এবং সকাল ১০:০০ টায় তিনি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায় সুলতানাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী মঞ্জুর মোর্শেদের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ এনে সকাল ১১:০০ টায় নির্বাচন বর্জন করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলাম।[১৭] সিরাজগঞ্জ জেলার সরঙ্গা উপজেলার ঘুরকা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, ভোট দানে বাধা প্রদান ও জাল ভোট দেয়ার অভিযোগে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুদা নির্বাচন বর্জন করেন।[১৮] কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার জিয়ারকান্দি

---

[১৩] সাড়ে ৩ বছরে ৩৮১ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত/ মানবজমিন ৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60531&cat=2/

[১৪] ইউপি নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট: কয়েক স্থানে বিএনপি প্রার্থীদের ভোট বর্জন : বাঞ্ছারামপুরে একজন নিহত/ নয়াদিগন্ত ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/212644

[১৫] দেড় শতাধিক ইউপিতে নির্বাচন: বাঞ্ছারামপুরে জাল ভোট নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১/ যুগান্তর ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/17/117906/

[১৬] ইউপি নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট: কয়েক স্থানে বিএনপি প্রার্থীদের ভোট বর্জন : বাঞ্ছারামপুরে একজন নিহত/ নয়াদিগন্ত ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/212644

[১৭] ১৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন: বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ- হামলা, নিহত ১, আহত ৩১/ প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1147991/

[১৮] ইউপি নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট: কয়েক স্থানে বিএনপি প্রার্থীদের ভোট বর্জন : বাঞ্ছারামপুরে একজন নিহত/ নয়াদিগন্ত ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/212644

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেলা দুইটায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম সারোয়ার সরকার নির্বাচনে ভোট কারচুপির মহোৎসব হয়েছে বলে উল্লেখ করে নির্বাচন বর্জন করেন।[১৯]

*ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দরিয়াদৌলত ইউনিয়নের মরিচাকান্দি কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত ফারুক মিয়া, ছবিঃ যুগান্তর ১৭ এপ্রিল ২০১৭*

২৭.গত ২৫ এপ্রিল সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচন, মেহেরপুর পৌরসভার দুটি কেন্দ্রের ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের দুটি কেন্দ্রের নির্বাচন এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া ও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৮.নির্বাচনের আগের দিন গভীর রাতে মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট বক্স ও ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়ার কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভার নির্বাচনে সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অশান্ত হয়ে পড়ে। বেলা আনুমানিক আড়াইটায় কসবা সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে কাউন্সিলার প্রার্থী মসনন উদ্দিনের সঙ্গে আরেক কাউন্সিলার প্রার্থী ইসলাম উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া হয়। বাধ্য হয়ে প্রিজাইডিং অফিসার মাসুম মিয়া ভোটগ্রহণ স্থগিত করেন। এরপর বিকেল ৩:০০ টা থেকে ফের ভোটগ্রহণ শুরু হয়।[২০] ব্যাপক জাল ভোটের চিত্র ধারণ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুস শুকুর ও তাঁর সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হন চ্যানেল ২৪ এর ক্যামেরাপার্সন সফি আহমেদ। দুপুর আড়াইটায় আবদুস শুকুরের সমর্থকরা কসবা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল করে প্রিজাইডিং অফিসারকে জিম্মি করে ব্যালট পেপার বাইরে নিয়ে নৌকা মার্কায় সিল মারে এবং এই সময় ঐ কেন্দ্রে কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চন্দন কুমার বিপুল সংখ্যক পুলিশ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২১] চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পূর্ব কাথারিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১:০০টায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ইবনে আমিন এবং

[১৯] ১৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন:বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ- হামলা, নিহত ১, আহত ৩১/ প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1147991/

[২০] বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ কেন্দ্র দখলের ভোট:৩ পৌরসভা ৫ জেলা পরিষদ ১৪ ইউপিতে নির্বাচন/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৬ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/04/26/226515

[২১] বাঁশখালীর ১৪ ইউপিতে নির্বাচন:কেন্দ্র দখল ব্যালট ছিনতাই আ'লীগের সংঘর্ষে নিহত ১/ যুগান্তর ২৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/26/120253/

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জয়নাল আবেদীনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে শারমিন আকতার (১০) নামে একজন শিশুসহ আরো তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। [২২]

*বাঁশখালীর কাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ শিশু শারমিন আকতার, ছবিঃ যুগান্তর ২৬ এপ্রিল ২০১৭*

২৯. বর্তমান সরকারের সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকেই শুরু হয় এই দুবৃর্ত্তায়ন। এরপর থেকে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছাড়া অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ সরকারের পতনের পর থেকে নির্বাচনগুলো সাধারণতঃ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমান হাসিনা-এরশাদ জোট সরকারের আমলে জনগণের স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এই কারণে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ বিগত নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে তারা দাবি করেছে। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্বে আসা বিতর্কিত রকিব কমিশনের মেয়াদ ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে শেষ হলে সাধারণ মানুষ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভালো এবং দৃঢ়চেতা একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু সার্চ কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিলেও তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

[২২] বাঁশখালীর ১৪ ইউপিতে নির্বাচন:কেন্দ্র দখল ব্যালট ছিনতাই আ'লীগের সংঘর্ষে নিহত ১/ যুগান্তর ২৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/26/120253/

## সভা-সমাবেশে বাধা

৩০. শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের এবং মতের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে।

৩১. গত ৭ এপ্রিল রাজশাহীর চারঘাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাম্যবাদী দলের প্রয়াত নেতা ইনফার আলী, মোজাম্মেল হক ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্মরণে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় দুইজন বক্তার বক্তৃতার পর জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ডাঃ ফয়জুল হাকিম তাঁর বক্তব্য দিতে শুরু করলে ৪/৫ জন স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী অতর্কিতে সমাবেশে হামলা চালায়। এই সময় তারা সমাবেশের চেয়ার ভাংচুর করে এবং ডাঃ ফয়জুল হাকিমকে লাঞ্ছিত করে। ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের হামলায় স্মরণ সভাটি পন্ড হয়ে যায়।[২৩]

৩২. গত ১৭ এপ্রিল মৌলভীবাজার জেলার রাজানগর উপজেলা যুবদলের কমিটি গঠনের লক্ষ্যে রাজানগর বিএনপি তাদের কার্যালয়ে এক প্রস্তুতির সভার আয়োজন করে। এই সময় রাজানগর থানার এসআই উত্তম দাসের নেতৃত্বে একদল পুলিশ বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত নেতাকর্মীদের সভা না করার জন্য বলে। এরপর পুলিশি বাধার মুখে নেতাকর্মীরা সভা না করে চলে যান।[২৪]

৩৩. গত ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা তাঁদের স্বজনদের ধসে পড়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধা দেয় পুলিশ। এই দিন ভোর থেকেই সেখানে শিল্পাঞ্চল পুলিশ, সড়ক ও জনপথ পুলিশ এবং সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাই থেকে আসা পুলিশের সদস্যরা অবস্থান নিয়ে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সাভার রানা প্লাজা সারভাইভারস্ অ্যাসোসিয়েশন ও গার্মেন্টস্ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র মিছিল নিয়ে ফুল দিতে গেলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এছাড়া শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে এমন সংগঠনগুলোর দিনব্যাপি মানববন্ধন, সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি থাকলেও পুলিশ তা করতে দেয়নি।[২৫]

---

[২৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[২৪] রাজনগরে পুলিশের বাধায় বিএনপির সভা পণ্ড/ মানবজমিন ১৯ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=62060&cat=9/

[২৫] রানা প্লাজা ধসের ৪ বছর : পুলিশি বাধায় শ্রদ্ধা জানানো হলো না স্বজনদের/ প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1156811/, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-25/4

*রানা প্লাজায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ, ছবিঃ প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০১৭*

৩৪. গত ২৯ এপ্রিল নড়াইল পৌরসভার ভওয়াখালী গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখার জেলা আমির হোসনে আরা বানুর বাড়ি থেকে তাঁকেসহ সংগঠনটির ৩৭ জন নেতা-কর্মীকে তাঁদের সংগঠনের একটি বৈঠক চলাকালীন অবস্থায় পুলিশ আটক করেছে।[২৬]

## মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৩৫. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের চরম হস্তক্ষেপ অব্যাহত আছে। সরকারের সমালোচনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার চরমভাবে দমন করছে। সংবাদ মাধ্যম, সংবাদকর্মী কিংবা কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ করলে বা যে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে উঠেছে।

### *সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা*

৩৬. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২ জন সাংবাদিক আহত এবং ১ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন।

৩৭. বর্তমান সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল বিটিভিতে শুধুমাত্র সরকারি ও সরকারদলীয় খবরা-খবরই পরিবেশিত হয়। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও অনেকগুলো নতুন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের

[২৬] মহিলা জামায়াতের জেলা আমিরসহ গ্রেপ্তার ৩৭/ প্রথম আলো ৩০ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1164166/

ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করছেন। এরপরও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে নিহত বা আহত হচ্ছেন। গত ২৬ এপ্রিল ১৮০টি দেশের গণমাধ্যমের পর্যালোচনা করে ফ্রান্সভিত্তিক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন 'রিপোর্টাস উইদাউট বর্ডার' জানিয়েছে যে, বিশ্বে স্বাধীন গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছরের তুলনায় দুই ধাপ পিছিয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৪তম, যা ২০১৭ সালে দুই ধাপ নেমে হয়েছে ১৪৬তম।[২৭]

## *দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা বন্ধের চার বছর*

৩৮.চার বছর যাবৎ দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ হয়ে আছে। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল ডিবি পুলিশ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতার করে।[২৮]এরপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে কম্পিউটার ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করে এবং রাত পৌনে ১১ টায় ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়।[২৯] প্রায় সাড়ে তিন বছর একনাগারে কারাবাসের পর মাহমুদুর রহমান বর্তমানে জামিনে মুক্ত থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে ৮২টি মামলা চলমান আছে, যার বেশির ভাগই মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা।

## *সাংবাদিকদের ওপর হামলা*

৩৯.গত ৭ এপ্রিল মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার কালকিনি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য পূর্ব এনায়েত নগর ইউনিয়নে যান। এই সময় নির্বাচনী প্রচারনার ছবি তুলতে গেলে তাঁর ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বাদল তালুকদার ও তাঁর সমর্থকরা হামলা চালায়। এই সময় শহিদুল ইসলামের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁকে পেটানো হয়। কালকিনি থানার পুলিশ সংবাদ পেয়ে শহিদুল ইসলামকে উদ্ধার করে। পুলিশ এই সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত আওয়ামী লীগ সমর্থিত বাদল তালুকদারের ছোট ভাই সারোয়ার তালুকদার ও নাজমুল খান নামে অপর এক ব্যক্তিকে আটক করে। ঐ দিন বিকেলে এই ঘটনায় সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম কালকিনি থানায় মামলা করতে গেলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের চাপে থানা শহিদুল ইসলামের মামলা না নিয়ে উল্টো চাঁদাবাজির একটি বানোয়াট মামলায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।[৩০] গত ১১ এপ্রিল শহিদুল ইসলামের ওপর হামলার প্রতিবাদে কালকিনি প্রেসক্লাব ঘোষিত মানববন্ধন কর্মসূচি ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়। এই সময় ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে কালকিনি প্রেসক্লাব দখল করে তাতে তালা লাগিয়ে দেয়।[৩১]

---

[২৭]স্বাধীন গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনতি/ যুগান্তর ২৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/27/120491/

[২৮]২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় মামলা দায়েরের পর থেকেই মাহমুদুর রহমান গ্রেপ্তার এড়াতে আমার দেশ অফিসে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সালের ২ জুন গ্রেপ্তার হয়ে নয় মাস কারাগারে ছিলেন এবং তখনও তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। সেই সময়েও সরকার আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

[২৯]ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ২০১৩

[৩০] মাদারীপুরে গাছের সাথে সাংবাদিককে বেঁধে নির্যাতন/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country/2017/04/09/221981

[৩১] মাদারীপুরে সাংবাদিক নির্যাতনের পর এবার উপজেলা প্রেস ক্লাবে তালা/ মানবজমিন ১২ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=61208&cat=9/

## *নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে*

৪০.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪১.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[৩২] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪২.গত ৫ এপ্রিল লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার বালুর চর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে সুমন হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেছে।[৩৩]

৪৩.গত ৯ এপ্রিল লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তি করে এবং ছবিসহ ব্যাঙ্গাত্মক স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে শাহেদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কমলনগর থানা পুলিশ। পুলিশ বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেছে।[৩৪]

৪৪.ফেসবুকে একটি সংবাদে লাইক দেয়ায় কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে দায়ের করা মামলায় মুন্সীগঞ্জে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী, মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি এবং সমকালীন মুন্সীগঞ্জ ডটকমের সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ রতনকে গত ১২ এপ্রিল সমকালীন মুন্সীগঞ্জ ডটকম কার্যালয় থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, এলএলবি (অনার্স) সার্টেফিকেট জালিয়াতির অভিযোগে শিক্ষানবিশ আইনজীবী মীর নাসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদ ফেইসবুকে দেখে লাইক দিয়েছিলেন সাংবাদিক শেখ মোহাম্মদ রতন। ওই সংবাদের প্রেক্ষিতে গত ৩ ফেব্রুয়রি মীর নাসিরউদ্দিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনে মুন্সীগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও মুন্সীগঞ্জ ডটকম অনলাইনের সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিমকে প্রধান আসামী করে ৭ জন সংবাদকর্মীর নামে মামলা করা হয়। লাইক দেয়ার কারণে শেখ মোহাম্মদ রতনকে এই মামলায় আসামি করা হয়।[৩৫]

৪৫.কুষ্টিয়ায় *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাভিশন এর কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হাসান আলী এবং দৈনিক কুষ্টিয়া দর্পণ এর স্টাফ রিপোর্টার আসলাম আলীর বিরুদ্ধে পুলিশের কথিত সোর্স হাসিবুর রহমান

---

[৩২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৩৩] লক্ষ্মীপুরে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি,গ্রেপ্তার ১/ মানবজমিন ৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60335&cat=9/

[৩৪] ফেসবুকে কটূক্তি, যুবক গ্রেপ্তার/ মানবজমিন ১০ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60909&cat=9/-

[৩৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

রিজু ফেক আইডি থেকে আপত্তিকর পোস্ট দিয়ে তাঁর মানহানি ও তাঁকে সামাজিক ভাবে হেয় করা হয়েছে বলে গত ৩০ মার্চ তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার বাদি হাসিবুর রহমান রিজু মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, কুষ্টিয়া শহরের থানা মোড়স্থ মোস্তফা'র চা দোকানের কর্মচারী মিরাজ আলী'র মোবাইল ফোন ব্যবহার করে হাসান আলী এবং আসলাম আলী 'Sultan Eslam' নামের একটি ফেক আইডি থেকে আপত্তিকর পোস্ট দিয়ে তাঁর মানহানি ও তাঁকে সামাজিক ভাবে হেয় করেছেন, যা তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারার লঙ্ঘন। এরপর অভিযোগ রয়েছে যে, এসআই আজিজুর রহমানের উদ্যোগে চা দোকানের কর্মচারী মিরাজ আলী পুলিশের কাছে দেয়া বক্তব্যের সূত্র ধরে গত ৩০ মার্চ এসআই আজিজুর রহমান হাসান আলী, আসলাম আলী এবং দৈনিক মানবকণ্ঠ'র কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি মওদুদ রানা'কে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোনরূপ মামলা বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই আটক করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় নিয়ে যান। এই সংবাদ পেয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা থানায় এসে হাজির হন এবং পুলিশের কাছে প্রকৃত তথ্য জানতে চান। পরিস্থিতি শান্ত করতে তাৎক্ষণিকভাবে অফিসার ইনচার্জ শাহবুদ্দিন চৌধুরী আটককৃত তিন সাংবাদিককে মুক্ত করে দেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই উল্লেখিত এস আই আজিজুর রহমান তড়িঘরি করে টি বয়ের বক্তব্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি লিপিবদ্ধ করেন। এই বিষয়ে হাসান আলী জানান, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে নানা ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভুক্তভোগীদের বিশেষ করে বিচার বহির্ভূত হত্যা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন, ধর্ষণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার ঘটনার তথ্যনুসন্ধান করে সংবাদ প্রকাশ করার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই কুষ্টিয়ার একদল পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। সেই কারণে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অজুহাতে এই মামলা দিয়ে তাঁকে হয়রানি করা সহ তাঁর স্বাভাবিক জীবনকে বিপন্ন করা হচ্ছে। গত ১১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এবং রাজিক আল জলিলের যৌথ বেঞ্চ হাসান আলী ও আসলাম আলীকে চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।[৩৬]

## শ্রমিকদের অধিকার

৪৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ১৭ জন বয়লার শ্রমিক নিহত বয়লার বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন ও ২৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে ৭০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন এবং ৫০ জন শ্রমিক আগুন হতে বাঁচার জন্য তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পদদলিত হয়ে আহত হয়েছেন।

৪৭. গত ১০ এপ্রিল চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল (সিইপিজেড)-এর ৩ নম্বর রোডে চীনা মালিকানাধীন বনশো নামে একটি জুতা তৈরির কারখানার শ্রমিকরা শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ করে এবং কারখানার ভেতরে ভাংচুর করে। এতে মালিক পক্ষ কারখানাটি দুই দিনের জন্য বন্ধ করে দেন। খবর পেয়ে ইপিজেড থানার পুলিশ এবং শিল্প পুলিশের টিম গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। শ্রমিকরা অভিযোগ করেছে, মালিক পক্ষ শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করার জন্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না দেয়ার জন্য কৌশলে কিছুদিন পরপরই পুরানো শ্রমিকদের ছাঁটাই করে আবার নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করে। ৪/৫ মাস পর আবার তাদের বিদায় করে দিয়ে নতুন শ্রমিক নিয়োগ দেয়। মালিক পক্ষ আবারো ২ শতাধিক শ্রমিককে ছাঁটায়ের জন্য তালিকা তৈরি করলে তা নিয়ে এই অসন্তোষের শুরু হয়।[৩৭]

[৩৬] *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য

[৩৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

## *তৈরি পোশাক শিল্প*

৪৮. গত ২৭ এপ্রিল ঢাকা জেলার আশুলিয়ার জামগড়ায় শেড ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা দুই মাসের বকেয়া বেতন, ভাতা ও এক বছরের মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গইল মহাসড়ক অবরোধ করে। শ্রমিকরা জানান, দুই মাস ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনো বেতন দিচ্ছে না। এছাড়া মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাতাও পাচ্ছেন না নারী শ্রমিকরা। দুই মাস ধরে বেতন দেয়ার আশ্বাস দিয়ে আসলেও বেতন না দিয়ে উল্টো শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এর প্রতিবাদে তাঁরা সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।[৩৮] এই ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক আহত হন এবং ছয় জনকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৩৯] গত ২৭ এপ্রিল হেক্সা গার্মেন্টস নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড অবরোধ করেন। শ্রমিকরা জানান, তাঁরা জানতে পেরেছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানাটি বন্ধ করে দেবেন। এই ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনো আগাম নোটিশ দেয়নি। অথচ তাঁদের বেতন ও অন্যান্য পাওনা বাকী রয়েছে।[৪০]

*হেক্সা গার্মেন্টস নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড অবরোধ করেন, ছবিঃ নিউএজ ২৮ এপ্রিল ২০১৭*

## *রানা প্লাজা ধ্বসের চার বছর*

৪৯.২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকা জেলার সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসের চার বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা নামে একটি নয়তলা ভবন ধ্বসে পড়লে বহু মানুষ হতাহত হন। সেই সময় এই ভবনের ৫টি গার্মেন্টসে আনুমানিক পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন। এই ঘটনায় উদ্ধারকারীরা ১১৩৫ জনের মৃতদেহ এবং ২৪৩৮ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন। চার বছর পার হলেও রানা প্লাজার মালিক যুবলীগ নেতা সোহেল

[৩৮] আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ/যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/04/28/, http://ejugantor.com/2017/04/28/19/details/19_r11_c5.jpg

[৩৯] 20 RMG workers injured in clash with cops in Ashulia /নিউএজ ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14476/20-rmg-workers-injured-in-clash-with-cops-in-ashulia

[৪০] 20 RMG workers injured in clash with cops in Ashulia /নিউএজ ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14476/20-rmg-workers-injured-in-clash-with-cops-in-ashulia

রানাসহ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিচার এখনও সম্পন্ন হয় নাই। রানা প্লাজার মত অনেক ভঙ্গুর এবং অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভবনগুলো এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫০. গত বছর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পোশাক শিল্পের ২ হাজার ২৬৭ টি কারখানা পরিদর্শন করে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)। ডিআইএফই এর তথ্য অনুযায়ী দেশের তৈরি পোশাক কারখানার এক-তৃতীয়াংশ এখনও 'সি' গ্রেডের রয়েছে। এই সব কারখানা কোনো কমপ্লায়েন্স মেনে চলে না।[৪১]

৫১. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কিছু ব্যক্তির চরম দায়িত্বহীনতা ও সরকারের গুরুতর গাফিলতির কারণে বার বার শ্রমিকদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসছে। *অধিকার* মনে করে, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের ঘটনাসহ অতীতের সবগুলো কারখানা বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা এই দায়মুক্তির চলমান পরিস্থিতি নতুন কোন বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

## বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্ক

৫২. গত ৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে যান। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতার বিষয়ে ৪টি সমঝোতাসহ বিভিন্ন খাতে ২২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক[৪২] স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই সফরকালে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতনের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানা গেছে। ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই আজ মৃতপ্রায়। ভারত কর্তৃক গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা পারের হাজার হাজার মানুষ আজ বিপদের সম্মুখীন। ফলে তিস্তা চুক্তি করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু এবারও ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তিস্তা চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। এছাড়া আর্ন্তজাতিক সীমান্তরেখা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মুহুরীর চর নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে বিরোধ রয়েছে ভারত সেই বিরোধেরও কোন সুরাহা করেনি, যা সীমান্ত রেখা চুক্তি অনুযায়ী করার কথা ছিল।[৪৩] ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতেও নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে যে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে চলেছে তারও কোন প্রতিকার হয়নি এই সফরে।[৪৪]

৫৩. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল ধার্য করা হয়েছে) ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে।[৪৫] এরমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ভারতের ঝাড়খণ্ডে নির্মিতব্য ১৬০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এ বিদ্যুৎ কেনা হবে। আর এই বিদ্যুৎ কেনা হবে

---

[৪১] এখনো এক- তৃতীয়াংশ পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশ নেই/ মানবজমিন ২৪ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=62689&cat=6/-

[৪২] ভারত বাংলাদেশের চুক্তি ও সমঝোতা: তিস্তায় হতাশা প্রতিরক্ষায় কৌতূহল/ যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/04/10/116461/

[৪৩] ভারত বাংলাদেশের চুক্তি ও সমঝোতা: তিস্তায় হতাশা প্রতিরক্ষায় কৌতূহল/ যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/04/10/116461/

[৪৪] উজান- ভাটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ/ বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[৪৫] Transit gets operational /দি ডেইলি স্টার/১৪ জুন ২০১৬/ http://www.thedailystar.net/backpage/transit-gets-operational-1239373

ভারতের বর্তমান সরকারের ঘনিষ্ঠ 'আদানি গ্রুপের' কাছ থেকে। প্রতি ইউনিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ দশমিক ৬৯ টাকা, যা দেশীয় কয়লাভিত্তিক বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'এস আলম পাওয়ার প্ল্যান্ট লিমিটেড' এর ট্যারিফ মূল্য থেকে ২৯ পয়সা বেশী। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা।[৪৬] এছাড়া ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৪৭] পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৪৮] অন্যদিকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের আভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

৫৪. ভারত সরকারের এই আগ্রাসী নীতির ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে *অধিকার*। *অধিকার* মনে করে, ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তার বিষয়বস্তু গোপন করে জাতীয় সংসদে আলোচনা ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরেও অনেকগুলো চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে, যা জানার অধিকার বাংলাদেশের জনগনের রয়েছে। *অধিকার* অবিলম্বে এই সমস্ত চুক্তি ও স্মারক জনসম্মুখে প্রকাশ করা এবং যে সব চুক্তি বাংলাদেশের জনগনের স্বার্থবিরোধী এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরুপ, সেগুলো বাতিল করার দাবি জানাচ্ছে।

## *সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন*

৫৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ২ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ১ জন বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এইসময়ে বিএসএফ সদস্যরা ৩ জন বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫৬. গত ২১ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলার গিলবাড়ি সীমান্তের ২০১ এর ৫ আর সীমান্ত পিলারের কাছ দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু আনতে গেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে সাইদুল ইসলাম নামে একজন গরু ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং আরও সাত আটজন গরু ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।[৪৯]

# চরমপন্থা ও মানবাধিকার

৫৭. বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। রাষ্ট্র মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। 'চরমপন্থী' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক

[৪৬] ভারতের কাছ থেকে চড়া দামে বিদ্যুৎ কেনা: যৌক্তিক সমালোচনা আমলে নিতে হবে/ নয়াদিগন্ত ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/215895

[৪৭] Unesco calls for shelving Rampal project /প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[৪৮] বিএসএফের প্রস্তাবে বিজিবির সম্মতি: সীমান্তে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেবে ভারত/ প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/international/article/994375/

[৪৯] ভোলাহাটে বিএসএফের গুলিতে ব্যবসায়ী নিহত/ নয়াদিগন্ত ২৫ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/214952

পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন,[৫০] অন্যদিকে কথিত 'চরমপন্থীরা' আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ধর্মীয় 'চরমপন্থার' বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করছে তার বেশীরভাগ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে তারা যা বর্ননা দিচ্ছে তা প্রায় একইরকম। এই যাবতকালে 'বন্দুকযুদ্ধ', 'ক্রসফায়ার' বা এনকাউন্টারের নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যে ধরনের বর্ণনা দিয়েছিল, এখনও প্রায় একইরকমভাবে 'চরমপন্থা' দমনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ হলি আর্টিজানে হামলার পর থেকে ধর্মীয় 'চরমপন্থার' বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযান পরিচালিত হয়েছে তাতে ৩/৪ মাসের শিশু এবং নারীসহ ৮০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি মারা গেছেন অথবা 'আত্মহত্যা' করেছেন এবং অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন বলে জানা গেছে। ফলে এই ধরনের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারনা নাই।[৫১]

৫৮. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ত্রিমোহনী শিবনগর গ্রামের একটি বাড়ি 'চরমপন্থীদের' আস্তানা সন্দেহে গত ২৪ এপ্রিল থেকে বাড়িটি ঘেরাও করে রাখে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট ও জেলা পুলিশ। পরে দুই দিন ধরে ঘিরে রেখে গত ২৭ এপ্রিল অভিযান শেষে চারজন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, নিহত চারজন আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের একজন ওই বাড়িতে বসবাসকারী আবু কালাম ওরফে আবু (৩০)। অন্য তিনজন তাঁর সহযোগী।[৫২] তিনজনের মধ্যে একজনের নাম আবদুল্লাহ বলে পুলিশ পরে তা জানায়। তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান।[৫৩] তবে অন্য দুই জনের নাম-পরিচয় জানায়নি পুলিশ। আবু কালামের স্ত্রী সুমাইয়া খাতুন তাঁর পাঁচ বছরের মেয়েসহ ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর তাঁর পায়ে গুলি করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সুমাইয়া তিন মাসের অন্তঃসত্বা। আবু কালাম নিষিদ্ধঘোষিত 'চরমপন্থী' সংগঠন জেএমবির সদস্য বলে পুলিশ জানিয়েছে।[৫৪]

৫৯. *অধিকার* মনে করে এই ধরনের সহিংস ঘটনা এড়ানোর জন্য সমাজের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং তা সম্ভব হবে তখনই যখন দেশের সমস্ত মানুষ তাঁদের সব ধরনের অধিকার ভোগ করতে পারবেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্রীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। দেশে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করতে হবে, যেখানে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া প্রত্যেক মানুষকে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে তাঁদের আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। *অধিকার* প্রতিনিয়ত সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই বলে সতর্ক করেছে যে, দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশে বাধা, সভা-সমাবেশে বাধা, নির্যাতন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুমসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংশ্লিষ্ঠ বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি না হলে অবশ্যম্ভাবীভাবে দেশকে একটি পাল্টা পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

---

[৫০] অপারেশন হিট ব্যাক:বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/ প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[৫১] Extremism tackling narrative warrants transparency /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[৫২] চাঁপাইনবাবগঞ্জে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান: চারজন নিহত, নারী ও শিশু উদ্ধার/ প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০১৭/

[৫৩] প্রথম আলো ৩০ এপ্রিল ২০১৭

[৫৪] চাঁপাইনবাবগঞ্জে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান: চারজন নিহত, নারী ও শিশু উদ্ধার/ প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1161071/ ও Four militants dead, two in custody as Operation Eagle Hunt ends/ ঢাকা ট্রিবিউন ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/04/28/four-militants-dead-two-custody-operation-eagle-hunt-ends/

## নারীর প্রতি সহিংসতা

৬০. নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। যৌতুক দেয়া নেয়া বন্ধের জন্য ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন থাকলেও এর প্রয়োগ না থাকায় যৌতুক দেয়া নেয়ার অপসংস্কৃতি ভয়াবহভাবে সমাজে বিরাজমান এবং এর সহিংসতা ব্যাপক। এছাড়া ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ চলছেই। সঠিক আইনের প্রয়োগ না হওয়া, দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকা এবং সমন্বিতভাবে জনগণকে সচেতনতার আওতায় আনতে না পারায় নারীরা এর শিকার হচ্ছেন। সেই সাথে বাল্য বিয়ে চলছেই। উপরন্তু বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ ধারা বাল্য বিয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, গত ১০ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি জেবিএম হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান কেন অবৈধ ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে। একইসঙ্গে ওই বিশেষ বিধান নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক চুক্তি ও সনদের সঙ্গে কেন 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ' ঘোষণা করা হবে না তাও জানতে চেয়েছে আদালত।[৫৫]

### *যৌতুক সহিংসতা*

৬১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ২৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১৩ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

৬২. গত ৭ এপ্রিল সাতক্ষীরা জেলা শহরের পলাশপোল এলাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুকের দাবি পূরণ না করায় মুনিয়া ইয়াসমিন টুম্পা (২০) নামে এক গৃহবধুকে তার স্বামী ফারুক হোসেন পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে বিয়ের পর থেকে স্বামী ফারুক হোসেন টুম্পার পরিবারের কাছে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে। টুম্পার দরিদ্র ভ্যানচালক বাবা অতিকষ্টে পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় করে দেন। কিন্তু বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য ফারুক হোসেন টুম্পাকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টুম্পার পরিবারের লোকজন তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।[৫৬]

### *বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ*

৬৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে মোট ২২ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানী ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আত্মহত্যা, ৬ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত ও ১২ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত হয়েছেন।

৬৪. গত ৮ এপ্রিল বিকেলে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার এলাকায় দুইজন বহিরাগত ছেলে ও একটি মেয়ে বেড়াতে যায়। এই সময় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থের সমর্থক সমাজকর্ম বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাহমুদুল হাসান রুদ্র ও সাজ্জাদ রিয়াদসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করে ও একপর্যায়ে তাঁকেসহ তাঁর সঙ্গে থাকা ছেলেটিকে মারধর করে। এই সময় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সর্দার আব্বাস ও সহসভাপতি সৈয়দ নবিউল আলম দীপু এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে

[৫৫] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন: বিশেষ বিধান কেন অবৈধ নয়/ যুগান্তর ১১ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/04/11/116738/

[৫৬] সাতীরায় যৌতুকের দাবিতে গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা/ নয়াদিগন্ত ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/210640

তাঁদেরও লাঞ্ছিত করা হয়। এই ঘটনা সাংবাদিকরা ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থকে জানালে এই ব্যাপারে তাঁর কিছু করার নেই বলে জানান। এরপর এই ঘটনার জের ধরে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুডকোর্ট চত্বরে সর্দার আব্বাস ও সৈয়দ নবিউল আলম দীপুর ওপর হামলা করে তাঁদের রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে ছাত্রলীগের কর্মীরা।[৫৭]

## *ধর্ষণ*

৬৫. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে মোট ৪৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন নারী, ৩২ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের পরিচয় জানা যায় নাই। ঐ ১৬ জন নারীর মধ্যে ৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। ৩২ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৫ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৬. গত ২ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার পুলিশ কনস্টেবল হালিমা বেগম একই থানার এস আই মিজানুল ইসলাম কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়ে নিজ শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। গত ২২ এপ্রিল হালিমার বাবা ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে হালিমার লেখা ডায়েরী ও গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে করা ধষর্ণের শিকার হওয়ার 'লিখিত অভিযোগ' সাংবাদিকদের দেখান। হালিমা তাঁর ডায়েরীতে উল্লেখ করেন যে, মিজানুল তাঁকে গত ১৭ মার্চ ধর্ষণ করলে বিষয়টি অভিযোগ আকারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেলোয়ার আহমেদকে দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহন করেন নি। হালিমা মারা যাওয়ার পর পুলিশ মিজানুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে।[৫৮]

*ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার মৃত কনস্টেবল হালিমা বেগম (বাঁয়ে), অভিযুক্ত উপরিদর্শক মো: মিজানুল ইসলাম (ডানে) ছবিঃ এনটিভি (অনলাইন), ২৪ এপ্রিল ২০১৭*

[৫৭] শাবিতে সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা/ নয়াদিগন্ত ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/210754

[৫৮] নারী কনস্টেবলের আত্মহত্যা, 'দিনলিপি'র সন্ধান: 'এসআই আমাকে ধর্ষণ করেন, অভিযোগ নেননি ওসি'/প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1156786/

*হালিমার মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সদস্যরা সংবাদ সম্মেলন করছেন। ছবিঃ বাংলাট্রিবিউন, ২৫ এপ্রিল ২০১৭*

## এসিড সহিংসতা

৬৭.মার্চ মাসে ৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এরমধ্যে ৪ জন নারী ও ১ জন মেয়ে শিশু।

## মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৬৮.বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৬৯.এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৫৯] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীন দলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন।[৬০] *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত

[৫৯] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/মানবাধিকার- প্রতিবেদন- ১- ৩/

[৬০] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/মানবাধিকার- প্রতিবেদনঃ- ফে/

কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন।

# সুপারিশসমূহ

১. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে। অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৩. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। নির্বিচারে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের টিভি চ্যানেলের মালিকানার মাধ্যমে তথ্য বিকৃতি ও প্রকৃত তথ্য গোপনের সংস্কৃতি থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে ।

৫. সরকারকে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।